# বিবর্তন

**BIBARTAN**

A Bengali News Fortnightly
19/20 Year 24/1st ISSUE
1/16 April 2019
(12)

বর্ষ ১৯/২০ যুগ্মসংখ্যা ২৪/১ • ১৭ চৈত্র ১৪২৫ / ২ বৈশাখ ১৪২৬ • RNI No. - WBBEN / 2000 / 1671 • Postal Regn. No. N. P. D. / BKP / R. N. P. - 04 / 2019 - 2021




# মহামানবের মিলনতীর্থ ও ঐতিহাসিক পানিহাটি দর্শন

ডঃ শেখর শেঠ

পুণ্যসলিলা ভাগিরথীর পূর্বদিকে পানিহাটি একটি ঐতিহ্যবাহী পৌরাঞ্চল। এর মধ্যে রয়েছে গঙ্গার তিরবর্তী গ্রাম হিসাবে দক্ষিণ প্রান্তে আগরপাড়া, মধ্যে পানিহাটি ও উত্তরে সুখচর। এছাড়াও রয়েছে জনবসতি অঞ্চল সোদপুর, পানশিলা, নাটাগর, মোষপোতা, এইচ বি টাউন, অমরাবতী, ঘোলা এবং উষুমপুর প্রভৃতি। পানিহাটির পৌরসীমানার উত্তরে গঙ্গার তীরে রয়েছে শ্যামসুন্দর অধিষ্ঠিত পুণ্যস্থান খড়দহ পৌরসভা ও দক্ষিণ প্রান্তে কামারহাটি পৌরাঞ্চল যার মধ্যে রয়েছে আড়িয়াদহ এবং পুণ্য তীর্থ জগৎখ্যাত দক্ষিণেশ্বর।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার গঙ্গা তীরে যে বৈষ্ণব শ্রীপাটগুলি বিরাজমান—খড়দহ, সুখচর, আড়িয়াদহ, বরাহনগর তাদের মধ্যমণি এই পানিহাটি। শ্রীচৈতন্য ১৫১৪ সালে গঙ্গা দিয়ে গিয়েছিলেন নীলাচলের পথে। পরবর্তী সময়ে এই পথ দিয়েই গৌড়বঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। পুরী যাওয়ার পথে এবং পুরী থেকে গৌড় যাওয়ার পথে তিনি পানিহাটি গঙ্গার ঘাটে এসে নেমেছিলেন এবং প্রিয় পার্ষদ রাঘবের গৃহ আলোকিত করেছিলেন। তাঁর পুণ্য পাদস্পর্শে ধন্য হয়েছিল এখানকার মাটি। আজও গঙ্গার তীরে সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘাটটি "শ্রীচৈতন্যের ঘাট" নামেই ভক্তজনের কাছে পূজিত। জানা যায়, ১১০২ সালে রাজা বল্লাল সেন এই ঘাট তৈরি করে দিয়েছিলেন। এই ঘাটের দুটি ইট সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসাবে আমেরিকার ফ্লোরিডা শহরে উইনটামার্কে "ওয়ার্ক অফ ফেম" নামক প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত রয়েছে। রাঘব গৃহটি রাঘব ভবন বা রাঘব মন্দির হিসাবে পরিচিত।

**শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের ঘোষণায় মহা প্রভুর সদা অবস্থানের চার ঠাঁইয়ের অন্যতম পানিহাটি ......**

"শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ নর্ত্তনে।
শ্রীবাস কীর্ত্তনে আর রাঘব ভবনে।।
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা আবির্ভাব।"

পানিহাটিকে শ্রী রামকৃষ্ণ মহাতীর্থ মনে করতেন। এই প্রসঙ্গে শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত একাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ ই ডিসেম্বর রবিবার পঞ্চবটীতে শ্রী রামকৃষ্ণ ও মাষ্টার (মহেন্দ্র গুপ্ত-শ্রীম) এর কথপোকথনে, শ্রী রামকৃষ্ণর এই ভাব প্রকাশিত হয়েছে এবং দক্ষিণেশ্বর পানিহাটি (পেনেটি) র মত মহাতীর্থ হওয়ার আকাঙ্খা প্রকাশ পেয়েছে। বারে বারে শ্রী রামকৃষ্ণ পানিহাটি এসেছেন এবং সবাইকে আসার জন্য উৎসাহিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত ও শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পুথি গ্রন্থের বিবরণ স্বরণ যোগ্য।

দুই অবতার পুরুষ শ্রী চৈতন্য ও শ্রী রামকৃষ্ণ পানিহাটিকে যে ভাবে গৌরবান্বিত করেছেন তা অতুলনীয়। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীও এই স্থানকে পুণ্যস্থান বলেছেন। ১৯২৭ এর ২ রা জানুয়ারী গান্ধীজী সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠান কলাশালার উদ্বোধনের দিন ভাষণে বলেন, "This land has been sanctified by the feet of Chaitanya." তিনি মহোৎসবতলায় আসেন তাঁর কথায় "তীর্থ দর্শনে" ১৯৪৬ সালে ১৮ ই জানুয়ারী। এও এক পানিহাটির সম্বন্ধে গৌরবের প্রকাশ। জীবন স্মৃতি গ্রন্থেও কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের পানিহাটি সম্বন্ধে এক অনুপম স্মৃতিচারণ পানিহাটির গরিমা।

অনেক মহাপুরুষ ও মনীষীদের পদ চিহ্ন রঞ্জিত এই পুণ্যভূমি পানিহাটি। শ্রী চৈতন্য, শ্রী নিত্যানন্দ, শ্রী রাঘব পণ্ডিত, শ্রী রঘুনাথ দাস, শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, নাট্যাচার্য গ্রীরিশ ঘোষ, রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহেরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ডঃ আবুল কালাম আজাদ, সরজিনি নাইডু, পন্ডিত মতিলাল নেহেরু, খান আব্দুল গফফর খান, শরৎচন্দ্র বসু, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ত্রাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডঃ গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রী রামদাস বাবাজী, অমূল্যধন রায়ভট্ট, মা আনন্দময়ী, ঠাকুর নিত্যগোপাল, শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাবা, সাধক ভবাপাগলা, মহাপ্রভু কৃর্তনীয়া ও গোবিন্দ দত্ত প্রমুখ মনীষী ও খ্যাত কীর্তির স্মৃতিময় ইতিহাসে পানিহাটি এক বিরল গরিমায় উদ্ভাসিত।

গঙ্গার তীরবর্তী পানিহাটি প্রাচীন ইতিহাসের প্রেক্ষাপটেও সমুজ্জ্বল। ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে মনসা মঙ্গল কাব্যে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যতরী রাজঘাট, রামেশ্বর পার হয়ে সাগর সঙ্গমের দিকে অগ্রসর হবার সময় পথে যে গ্রামগুলি পড়েছিল তার উল্লেখ রয়েছে। ভাগীরথী তীর বর্তী গ্রাম বা জনপদের উল্লেখ রয়েছে। "পথে পড়িতেছে,—চাণক, মাহেশ (বামে) খড়দহ, শ্রীপাট, ডাইনে রিসড়া (রিষড়া), বামে সুখচর, পশ্চিমে কোন্নগড়, ডাইনে কোতরং, বামে কামারহাটি, পূর্বে আড়িয়াদহ (এড়েদহ) পশ্চিমে ঘুষুড়ি, তারপরে পূর্বকূলে চিত্রপুর (চিৎপুর) কলিকাতা, পশ্চিমকূলে বেতড়) তারপর (বামে) কালীঘাট, চাড়াঘাট, ছত্রভোগ, বদরিকাকুণ্ড, হাতিয়াগড়, চৌমুখী, শর্তমুখী এবং সর্বশেষে



মহোৎসবতলায় মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য, শ্রী নিত্যানন্দ ও শ্রী রামকৃষ্ণ পরমাহংস

সাগর সংগমতীর্থকার্য শ্রাদ্ধ কৈল পবিত্র তর্পণ'।

**জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল কাব্যে পানিহাটি গ্রাম সম্বন্ধে বলা হয়েছে**—(বিজয় খণ্ড, বিজয়—৬)

পানিহাটি সম গোষ্ঠী নাঞি গঙ্গাতীরে।
বড় বড় পতাকা সমাজ মন্দিরে।। ১
ইষ্টকা রচিত হাট বাট রম্যস্থান।
দেউল দেহারা মঠ প্রাসাদ পুষ্পোদ্যান।। ২
মহা পণ্ডিত মহা কবি মহাগুণী।।
রাজ-বিশ্বাস সব মহা মহা গণি।।৩
মহান্ত বৈষ্ণব তাতে রাঘব পণ্ডিত।
চৈতন্য নিত্যানন্দের অনুগৃহীত।। ৪

শ্রী শ্রী চৈতন্য ভাগবত (অন্তঃ খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়) ঐ সময়ে অর্থাৎ ৫০০ বছর পূর্বে পানিহাটিতে শ্রী নিত্যানন্দের লীলা-প্রসঙ্গের উল্লেখ বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ সমাদৃত।.....

হেনমতে নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্তধাম।
আইলেন গঙ্গাতীরে পানিহাটিগ্রাম।। ২৫১
রাঘবপণ্ডিতগৃহে সর্ব্বাদ্য আসিয়া।
রহিলেন সকল পার্ষদগণ লৈয়া।। ২৫২
পরম আনন্দ হৈলা রাঘবপণ্ডিত।
শ্রীমকরধ্বজ-কর গোষ্ঠীর সহিত। ২৫৩
হেনমতে নিত্যানন্দ পানিহাটি গ্রামে।
রহিলেন সকল-পার্ষদগণ-সনে।। ২৫৪
নৃত্য করিবারে ইচ্ছা হইল অন্তরে।
গায়ক সকল আসি মিলিল সত্বরে।। ২৫৬
সুকৃতি মাধব ঘোষ—কীর্ত্তনে তৎপর।
তেন কীর্ত্তনিয়া নাহি পৃথিবী ভিতর।। ২৫৭
যাহারে কহেন—বৃন্দাবনের গায়ন।
নিত্যানন্দস্বরূপের মহাপ্রিয়তম।। ২৫৮
মাধব গোবিন্দ বাসুদেব—তিন ভাই।
গাইতে লাগিলা, নাচে ঈশ্বর-নিতাই।। ২৫৯
হেন সে নাচেন অবধূত মহাবল।
পদ ভরে পৃথিবী করয়ে টলমল।। ২৬০

……

এই মত পানিহাটি গ্রামে তিন-মাস।
করে নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তির বিলাস।।৩১৯
তিন-মাস কারো বাহ্য নাহিক শরীরে।
দেহ-ধর্ম তিলার্দ্ধেকো কাহারো না স্ফুরে।।৩২০
তিন-মাস কেহো নাহি করিল আহার।
সবে প্রেম সুখে নৃত্য বই নাহি আর।।৩২১
পানিহাটিগ্রামে যত হৈল প্রেমসুখ।
চারিবেদে বর্ণিবেন সে সব কউতুক।।৩২২

**বিশ্বব্যাপী পানিহাটি চিঁড়া উৎসব দন্ড মহোৎসব:** পানিহাটি রামচাঁদ ঘাট রোডের শেষ প্রান্তে বর্তমানে ফেরিঘাট সংলগ্ন স্থানে রয়েছে মহোৎসবতলা যেখানে ৫০৩ বছর আগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল দণ্ড মহোৎসব বা চিড়ার মেলা। লক্ষ লক্ষ মানুষের আগমনে পানিহাটি মহোৎসবতলায় 'পানিহাটি চিঁড়া উৎসব' নামে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে পানিহাটি মহোৎসব, সারা বিশ্বে ইস্কন মন্দির গুলিতে সাড়ম্বরে মহাসমারোহে পালিত হয় এবং পানিহাটির এই ব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয় আমেরিকার আটলান্টার একটি স্থানের নিউ-পানিহাটি ধাম নামকরণের মাধ্যমে। শ্রী নিত্যানন্দ ও রঘুনাথ দাসের প্রবর্তিত ৫০৩ বৎসরের দণ্ড মহোৎসব এক যুগান্তকারী ঘটনা এবং ৫০০ বছরের অধিক সময় ধরে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই উৎসব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এই উৎসব পালন ও এক পংক্তিতে ভোজন সেই যুগের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। ভারতেরে প্রথম জাতিগত ও ধর্মীয় প্রভেদের বিরুদ্ধে মানবতার সম্মিলন ও সাংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এটি একটি বৈপ্লবিক ঘটনা। এই মহোৎসবের অন্যতম পৃষ্টপোষক ছিলেন রঘুনাথ দাস। সপ্তগ্রামের রাজকুমার রঘুনাথ দাস ১৪৩৮ শকাব্দে পানিহাটিতে ছুটে এসেছিলেন। তিনি আত্মসমর্পণ করেন প্রভু নিত্যানন্দের চরণে। সেদিনটি ছিল ১৪৩৮ শকাব্দের (১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দ) জ্যৈষ্ঠ শুক্লা




মহোৎসবতলায় মহাত্মা গান্ধী

ত্রয়োদশী তিথি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত অন্তলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দর সঙ্গে রঘুনাথের মিলন দৃশ্য সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন—

পানিহাটি গ্রামে পাইলা প্রভুর দর্শন।
কীর্তনীয়া সেবকগণ সঙ্গে বহুজন।।
গঙ্গাতীরে বৃক্ষ-মূলে পিণ্ডার উপরে।
বসিয়াছেন-যেন কোটী সুর্যোদয় করে।। ৪৩
তলে উপরে বহু ভক্ত হঞাছে বেষ্টিত।
দেখিয়া প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত।। ৪৪....
শুনি প্রভু কহে - চোরা! দিলি দরশন।
আয় আয় আজ তোর করিমু দণ্ডন(ঙ)।। ৪৬....
কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়।। ৪৮
আজি লাগি পাইয়াছোঁ, দণ্ডিমু তোমারে।। ৪৯
দধি-চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।
শুনিয়া আনন্দিত হইল রঘুনাথ মনে।। ৫০
সেই ক্ষণে নিজ লোক পাঠাইল গ্রামে।
ভক্ষ্যদ্রব্য লোক সব গ্রাম হৈতে আনে।। ৫১
চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা।
সব আনি প্রভু আগে চৌদিকে ধরিলা।। ৫২
'মহোৎসব' নাম শুনি ব্রাহ্মণ-সজ্জন।
আসিতে লাগিল লোক অসংখ্য গণন।। ৫৩

**ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও মহোৎসবতলা:** এই মহোৎসবতলায় শ্রী রামকৃষ্ণের শিষ্য ভক্তদের নিয়ে অংশগ্রহণ এক অবিস্মরণীয় লীলাপ্রকাশ। তাঁর সঙ্গে যে শিষ্য ভক্তরা এসেছিলেন তাঁরা হলেন, স্বামী বিবেকানন্দ, নাট্যাচার্য্য গিরীশ ঘোষ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, কথামৃতকার শ্রীম প্রমুখ।

বিবর্তন
BIBARTAN
A Bengali News Fortnightly
19/20 Year 24/1st ISSUE
1/16 April 2019
(12)
বর্ষ ১৯/২০ যুগসংখ্যা ২৪/১ ● ১৭ চৈত্র ১৪২৫ / ২ বৈশাখ ১৪২৬ ●RNI No. - WBBEN / 2000 / 1671 ● Postal Regn. No. N. P. D. / BKP / R. N. P. - 04 / 2019 - 2021



১৮৮৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে চিড়া উৎসবে প্রায় ২৫ জন ভক্ত সহযোগে শ্রী রামকৃষ্ণ পানিহাটিতে মণি সেনের বাড়িতে শেষ বারের মত পদার্পণ করেন। ১৮৫৬-১৮৮৫ পর্যন্ত প্রায় প্রতিবারই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই মহোৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। এই মহোৎসবে যোগদান শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ও শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে সবিস্তারে বর্ণনা রয়েছে।

**মহাত্মা গান্ধীর পানিহাটির মহোৎসবতলা পরিদর্শন :** ১৯৪৬ সালে শীতের সময়, জানুয়ারী মাস। মহাত্মা গান্ধী সোদপুর খাদি আশ্রমে থাকার সময়, ব্যারিষ্টার ও কবি সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় গান্ধীজীকে পানিহাটিতে গঙ্গাতীরে চৈতন্য তীর্থে আসার আহ্বান জানান। আগড়পাড়ার প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং সহকর্মী ফনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নির্দিষ্ট দিনে সকাল সাতটার আগে একটি বড় মোটর গাড়ি নিয়ে সোদপুর আশ্রমে আসেন। তখন মহাত্মা গান্ধীর বয়স ৭৭ বছর। মহাত্মা গান্ধীকে খবর দিতেই তিনিও বাইরে আসেন। কিন্তু মোটর গাড়ীতে যাবার কথা বলায় তিনি বলেন, 'তুমি তো বলিয়াছ সোদপুর হইতে পানিহাটির দূরত্ব এক মাইল। আমি তীর্থ স্থানে যাইব, পায়ে হাঁটিয়া যাইবার শক্তি আমার আছে। কাজেই আমি গাড়ীতে যাইব না'। তখন মাঘ মাসের প্রথম দিক - সেবার শীতও বেশি, কিন্তু গান্ধীজী সকলের সঙ্গে পায়ে হেঁটে গঙ্গাতীরে বটতলায় আসেন এবং সেখানে এক ঘন্টা থেকে পদব্রজে সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে ফিরে আসেন। ১৯৪৬ এর ১৮ জানুয়ারী পানিহাটির গঙ্গাতীরে উপস্থিত হন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। সঙ্গী ছিলেন বহু বিশিষ্ট জন। চৈতন্য ভক্ত ও লেখক অমূল্যধন রায়ভট্ট অতিথিদের পানিহাটির বৈষ্ণবস্মৃতি বিজরিত স্থানগুলি ঘুরিয়ে দেখান ও ত্রাণনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে আয়োজিত প্রদর্শনীতে তাঁকে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের ব্যবহৃত জিনিসের সঙ্গে পরিচিত করান। গান্ধীজী মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের ব্যবহৃত জিনিস দেখে অভিভূত হন এবং তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

**পানিহাটি 'শ্রীপাট' :** পানিহাটির অধিবাসী শ্রী চৈতন্যের অন্যতম প্রধান পার্ষদ রাঘব পণ্ডিতের গৃহ তথা মন্দির এর জন্য বৈষ্ণব সমাজে পানিহাটি এক শ্রীপাট। শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদ রাঘব পন্ডিতের 'শ্রীপাট' এবং মাধবীলতা কুঞ্জে আছে রাঘব পণ্ডিতের সমাধি। ওনারই প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন এবং রাধারমণ মূর্তির নিত্য পূজা হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃতে চার ঠাঁই এর উল্লেখ আছে, যার একটি ঠাঁই শ্রীরাঘব ভবন। রাঘব ভবনে এসেছিলেন শ্রী চৈতন্য ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভু। রাঘব ভবন থেকে পুরিতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্য পাঠানো হত নানা প্রকার আহার সামগ্রী যা রাঘবের ঝালী হিসাবে বিখ্যাত। শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একাধিকবার এই রাঘব ভবনে 'পানিহাটি চিড়া উৎসব' উপলক্ষে যোগদান করেন। রাঘব ভবন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

**পানিহাটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :** বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জীবনস্মৃতি'তে পানিহাটির যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তা সমগ্র বিশ্বের কাছে এই 'পেনেটি' গ্রামকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। কিশোর রবীন্দ্রনাথের কবি জীবনে গোবিন্দ হোমের বাগান, নদী, পুকুর এবং গ্রাম্য জীবনের অনুভূতি তাঁর কবি জীবনের প্রথম স্ফুলিঙ্গ হিসাবে উনি বর্ণনা করেছেন। এই স্মৃতি তাঁর সাহিত্যিক জীবনে একটি বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। ১৮৭২ সাল মে মাস। কোলকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের প্রকোপ চলছে। রবীন্দ্রনাথের বয়স ১১ বছর। ঠাকুর বাড়ির অন্য সদস্যদের সঙ্গে গঙ্গার তীরে পানিহাটিতে মহোৎসবতলার নিকটে গোবিন্দহোম তথা ছাতু বাবুর বাগান বাড়িতে আসেন। ছিলেন ৪৮ দিন। জীবনে সেই প্রথম জোড়াসাঁকোর বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়েছিলেন। এই স্মৃতি আমৃত্যু রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রভাব ফেলেছিল। ১৯৯৯ সালে ৪০ বছর পরের লেখা জীবনস্মৃতি গ্রন্থে এর বিবরণ রয়েছে।

১৯২৯ সালে কবি ৭০ বছর বয়স। ঐ সময়ও বালক বয়সে পানিহাটি কবি মনকে নাড়া দেয়। ১৩২৯ সালে 'বিশ্বভারতী' প্রবন্ধে কবি বলছেন "তারপর আমার মনে আছে যে, প্রথম যখন আমাদের শহরে ডেঙ্গুজ্বর দেখা দিল, এই ব্যাধি আমার কাছে বেরিয়ে পড়ার মস্ত সুযোগের মতো এল। গঙ্গার ধারে পেনেটির বাগানে আমরা বাস করতে লাগলুম। এই প্রথম অপেক্ষাকৃত নিকট ভাবে প্রকৃতির স্পর্শ পেলাম। এ যে কত মনোহর তা ব্যক্ত করতে পারি না। ..... সকালে কুঠির পানসি দক্ষিণ দিকে যেত, সন্ধ্যায় তা উত্তরগামী হত।

নদীর দুধারে এই জনতার ধারা, জলের মানুষের এই জীবনযাত্রার যোগ, গ্রামবাসীদের এই স্নান, গান, তর্পণ, এই সকল দৃশ্য আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। ..... আমার গঙ্গার ধারে এই প্রথম যাওয়া। আর সে সময় সেখানকার সূর্যের উদয়াস্ত যে আমার কাছে কী অপরূপ লেগেছিল তা কী বলব! এই যে বিশ্বজগতে প্রতিমুহূর্তে অনির্বচনীয় মহিমা উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে আমরা তার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও অতিপরিচয়ের জন্য তা আমাদের কাছে ম্লান হয়ে যায় ..... যে যে ঘটনা আমার জীবনকে নানা সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ দিকে চালনা করেছিল এই সময়কার জীবনযাত্রা তার মধ্যে সর্বপ্রধান ব্যাপার।"

**গান্ধীজির দ্বিতীয় আবাসস্থল-খাদি প্রতিষ্ঠান সোদপুর:** ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য যার সঙ্গে অবশ্যই মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহ, খাদি ও কুটীর শিল্পের উদ্যোগের বিশেষ যোগাযোগ রয়েছে। গান্ধীজির সঙ্গে সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক ছিল নীবিড় এবং তিনি বলতেন "সোদপুর আমার দ্বিতীয় আবাসস্থল"। বস্তুত অবিভক্ত বাংলা ও পূর্ব ভারতের সঙ্গে গান্ধীজির যোগসূত্র ছিল পানিহাটির এই খাদি প্রতিষ্ঠান। ১৯২৭ এর ২রা জানুয়ারী এর দ্বারোদঘাটন করেন মহাত্মা গান্ধী। তারপর এই প্রতিষ্ঠানে তিনি বহুবার এসেছেন।

ভারতের ও সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান। ১৯৩৯ এ ২৭-২৯ শে এপ্রিল পর্যন্ত ৩ দিন ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরবর্তী কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের জন্য কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে জওহরলাল নেহেরুর উপস্থিতিতে ঐতিহাসিক বৈঠক হয়, সোদপুর আশ্রমে। গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্র দফায় দফায় বৈঠক করেও সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হন। সুভাষচন্দ্র সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। ২৯ শে এপ্রিল কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তাফা দেন সুভাষচন্দ্র। ভারতের ইতিহাসে এটি একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত। সুভাষ চন্দ্রের কংগ্রেস ত্যাগের সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতের আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের সূত্রপাত। সেই হিসাবে সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের নীরব সাক্ষী হয়ে রয়েছে। ১৯৪৫ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক এই প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে গান্ধিজী গঠনমূলক কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৪৬ এর ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার সময়ে এই ভবন থেকেই তিনি নোয়াখালি যাত্রা করেন ও দীর্ঘ যাত্রার শেষে এখানে ফিরে আসেন। দেশভাগের প্রাক্কালে এই ভবনে যুক্তবঙ্গ প্রস্তাব নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে বৈঠক করেন শরৎচন্দ্র বসু। ১৯৪৭ এর ১৩ই আগষ্ট তিনি এই ভবন থেকে বেলেঘাটায় যান। গান্ধিজীর জীবনের নানা স্মৃতিবিজড়িত এই প্রতিষ্ঠানে খদ্দরের বস্ত্র ও পোশাক নির্মাণ ছাড়াও দুগ্ধজাত সামগ্রী তৈরী, ছাপাখানা ও মৌমাছি পালন ও মধু উৎপাদন হত। ১৯৬৫ সালে এই জমিতে সোদপুর সরকারী আবাসন গড়ে ওঠে। বর্তমানে ৪২ কাঠা জমিতে রয়েছে খাদি প্রতিষ্ঠান।

**সোদপুর স্টেশন :** এই স্টেশন দিয়ে খাদি প্রতিষ্ঠানে গান্ধীজি অনেক বার এসেছেন এবং যাত্রাও করেছেন। গান্ধীজীর সার্ধশতবর্ষে এই স্টেশনটি হেরিটেজ স্টেশন হিসাবে মর্যাদা প্রদানের দাবিদার।

**এক বিস্মৃত ঐতিহ্য :** ভাগীরথীর পূর্বতীরে এই অঞ্চলের বিস্মৃত পায় এক ঐতিহ্য পৃথিবী বিখ্যাত চলচ্চিত্রে আঞ্চলিক ঐতিহ্যঃ বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্র পরিচালক Jean Renoir র কাল জয়ী সৃষ্টি ১৯৫১ সালে The River সিনেমার দেখা যায়। সুখচরের সাপুড়িতলার প্রাঙ্গণে তিনটি ভগ্ন প্রায় টেরাকোটা মন্দিরকে বট বৃক্ষ আচ্ছাদিত অবস্থায় দেখা যায়। মহাদেবের জটার মত বটবৃক্ষের ঝুরি গুলি এই মন্দিরের চূড়া জুড়ে নেমে এসেছে, যেন পরম স্নেহে এই প্রকৃতি এখনো এগুলিকে রক্ষা করে চলেছে। এই মন্দির তিনটি বাংলার আটচালা ধাঁচের ও টেরাকোটার কাজগুলিও অপূর্ব যা আজও অবশিষ্ট রয়েছে। এই চলচ্চিত্রে বাংলার সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রকৃতি ও নদীর এক অপূর্ব দলিল হিসাবে এখনো মানুষকে নাড়া দেয়। এর পাশাপাশি আরও দুটি উল্লেখযোগ্য উন্নত ধর্মীয় সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়। স্বামী মহাদেবানন্দ স্কুল নির্মাণের সময় শায়িত অবস্থায় একটি ১০ টন ওজনের বুদ্ধমূর্তীর প্রস্তর খিলানের সন্ধান মেলে। এরই অনতিদূরে পঞ্চানন তলায় কয়েকবছর আগে ২০১২ সালে খনন কার্য করার সময় এক অপূর্ব অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। এটি সেন বংশ আমলের নিদর্শন হিসাবে অনেকেরই অনুমান। সুপ্রাচীন টেরাকোটা মন্দির, বুদ্ধমূর্তির খিলান ও অর্ধনারীশ্বর মূর্তি সম্পদশালী বাংলার ঐতিহ্যের প্রতীক এবং এই অঞ্চলে উন্নত জীবন ধারা ও ধর্মীয় সাংস্কৃতির পরিচায়ক।

**প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও গবেষক প্রনবেশ চক্রবর্তী কথায় পানিহাটি :**

"এই পানিহাটির বয়স কত-তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ কেউ বলেন, এই জনপদের বয়স হাজার বছরেরও বেশি। এখানে একটা ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। গঙ্গার ভাঙন এক অনিবার্য পরিণতি। নদী তার কূল ভাঙবেই এবং এক কূল ভেঙে অন্য কূল গড়েও দেবে। গঙ্গাও তাই করেছে এবং করে চলেছে। প্রায় সর্বত্রই গঙ্গার ভাঙনে অদল বদল হয়ে গেছে গঙ্গার দুই তীরের মানচিত্র। শুধু কোনো পরিবর্তন হয়নি দুইটি স্থানের। শতাব্দীর পর শতাব্দী গঙ্গার তীরবর্তী হয়েও পানিহাটিতে ভাঙনের ছোঁয়া লাগে নি, যেমন ভাঙনের ছোঁয়া লাগে নি বারাণসীতেও।

কিন্তু বারাণসীর কথা না হয় বুঝলাম। ওই অনন্ত কালের শহরটি শিবের নিবাস। সেখানে কি গঙ্গা কখনও রুদ্রমূর্তি দেখাতে পারেন? এ ব্যাপারে পানিহাটিই বা কম কিসে? যেখানে একই সঙ্গে দুই অবতারের পদধূলি পড়েছে, সেই পবিত্র স্থানটিও কি অক্ষয় জীবনের অধিকারী নয়?" সূত্র — এই বাংলায় — দ্বিতীয় খণ্ড — প্রণবেশ চক্রবর্তী"।

বারানসী কাশী বিশ্বনাথ প্রসঙ্গ ওঠায় এসে যায় সুখচরের বিখ্যাত লাল চিনির কথা। সুখচর গ্রাম ছিল শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের এস্টেটের অংশ। এখানেই রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কুঠি ছিল বাজার পাড়ার ঘাটের পাশে গঙ্গার তীরে। রাস্তাটির নাম তাই রাজা রোড। সুখচর ছিল লাল চিনি উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। গুড় থেকে উৎপন্ন এই লাল চিনি বিশুদ্ধ বা পবিত্র বলে গণ্য হত। এখানকার তৈরি লাল চিনি দিয়েই কাশীর বিশ্বনাথ পুজা হতো। কাশী বিশ্বনাথের নিত্য পুজো থেকে বাণিজ্যিক ভাবে বাতাভিয়া (ইন্দোনেশিয়া) পর্যন্ত কদর ছিল সুখচরের লাল চিনির।

কাশীর সঙ্গে যোগ রয়েছে পানিহাটি বাজার ঘাট এরও। পানিহাটি গ্রামের জমিদার ছিলেন জয়গোপাল রায়চৌধুরী। তিনি ছিলেন গৌরিচরণ রায়চৌধুরীর পুত্র। বর্ধমানে মহারাজা ধিরাজের পরে পানিহাটির এই রায়চৌধুরী-রাই সর্বপেক্ষা বেশি রাজস্ব দিতেন। জয়গোপাল রায় চৌধুরী কাশীতে গিয়ে অনেক দান ধ্যান করেন ও সাধু সন্ন্যাসীদের ভোজন করান।

একজন সাধু জয়গোপাল বাবুকে তাঁর বাড়ী কোথায় প্রশ্ন করলে তিনি বলেন পানিহাটিতে। পানিহাটি কোথায়? জয়গোপালবাবু উত্তর দিলেন কলকাতার পাঁচ ক্রোশ উত্তরে। বেশির ভাগ সাধুই স্থানটি কোথায় বুঝতে পারলেন না। একজন সাধু বললেন—বুঝেছি বুঝেছি যেখানে চাঁদ দালালের ঘাটে। জয়গোপালবাবু একটু ক্ষুন্ন হলেন বটে, দেশে ফিরে তিনি দান ধ্যান এবং ঘাট ও মন্দির স্থাপন করেন।

**উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান :** পাঁচশো বছরেরও আগে পানিহাটির ঘাটে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এবং শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু নৌকা থেকে অবতরণ করেছিলেন এবং বটবৃক্ষ মূলে বিশ্রাম নিয়েছিলেন যেখানে চিড়ার মেলা বা দন্ডমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের স্মৃতিবিজড়িত মহোৎসবতলার সেই অক্ষয় বটবৃক্ষ আজও বর্তমান। একে কেন্দ্র করেই যেন পানিহাটির গঙ্গারতীরে গড়ে উঠেছে আরও অনেক পুণ্যস্থান/দর্শনীয় স্থান-মা আনন্দময়ীর আশ্রম, গিরিবালা ঠাকুরবাড়ী, রাসমঞ্চ, মহোৎসবতলা, মণি সেনের ঠাকুরবাড়ী, ইসকনের মন্দির, রাঘবভবন, গোবিন্দ হোম, হরিসভা, কৈবল্যমঠ, ত্রাণনাথ কালিবাড়ী, হলদে কালী বাড়ি, সৎসঙ্গ আশ্রম, বারোমন্দির ও ঘাট, মহেন্দ্রনাথের ঠাকুরবাড়ী, নতুন কালী বাড়ি, দয়ানন্দ আশ্রম, সুখচর সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির, সুখচর হরিসভা, বালকব্রহ্মচারী ধাম, পাইন ঠাকুরবাড়ী, পঞ্চননতলা মন্দির, কাঠিয়াবাবার আশ্রম, ভবাপাগলার আশ্রম, লক্ষীনারায়ণ মন্দির, শ্যামের মন্দির, সাপুরিতালায় ত্রয়ী টেরাকোটার মন্দির, সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান, সুখচর সাঁইবাবার, পার্থপুর বুদ্ধ মন্দির ইত্যাদি। রয়েছে একের পর এক গঙ্গার ঘাট, যা অনেকের মতে বারানসীর সমতুল। এই জনপদে আছে মন্দির নগরী। পুরানো দিনের ঐতিহ্যগুলি আমাদের মনে করিয়ে দেয় সেই হারানো অতীত সম্পদ—যাকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতের প্রজন্মর দিক নির্দেশ হতে পারে।

**পথনির্দেশ :** ট্রেনযোগে—শিয়ালদহ—নৈহাটি মেন লাইন সোদপুর বা আগড়পাড়া স্টেশন। মহোৎসবতলার অবস্থান—কোন্নগর পানিহাটি ফেরিঘাট সংলগ্ন। বাস রাস্তা—শ্যামবাজার—বি.টি. রোড বাস রাস্তায় সোদপুর স্টেশন রোডঃ — মিনা বা পিয়ালেস নগর।

সোদপুর স্টেশনে মহাত্মা গান্ধী

**তথ্যসূত্র :**
শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত — শ্রীশ্রীল বৃন্দাবন দাস
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত — শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ
চৈতন্যমঙ্গল — জয়ানন্দ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ — স্বামী সারদানন্দ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত — শ্রীম-কথিত
অমৃতরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ — স্বামী প্রভানন্দ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — জীবন স্মৃতি
শ্রীপাট পানিহাটি পরিচয় — পরতত্ত্ব প্রকাশন
শ্রীপাট পানিহাটির ইতিকথা — ইসকন পানিহাটি
And Quiet Flows the Hooghly Telegraph প্রসন চৌধুরী The Telegraph Dated - 27-08-2017
More link - https://www.telegraphindia.com/7-days/and-quiet-flows-the-hooghly/cid/1315835